# বিশ্ব বসতি দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

## ৬ অক্টোবর ২০০৩

বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৩ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'নগরীর জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা' নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশনের উপর গুরুত্বারোপ করে।
দ্রুত নগরায়নের এই বিশ্বে, ইতোমধ্যেই বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মানুষ শহর ও নগরে বাস করছে। এর মধ্যে ১০০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন সংশ্লিষ্ট নানা অসুবিধা ও সমস্যায় ভুগছে। আফ্রিকার নগর জনসংখার অর্ধেক অর্থাৎ ১৫ কোটির মতো নগর অধিবাসীর প্রয়োজনীয় পানির সরাবরাহ নেই, ১৮ কোটির নেই পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা। একইভাবে এশিয়ার নগর জনসংখ্যার অর্ধেক - ৭০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানির অপর্যাপ্ততা ও ৮০ কোটি যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন অসুবিধার স্বীকার। আর ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ১২ কোটি ও ১৫ কোটি। সবখানেই ধনীদের তুলনায় দরিদ্র মানুষের পানির জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। উপরন্তু অনেক সরকার, আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠাণ, সাহায্য সংস্থাসমূহ গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বেশী কাজ করে থাকে। তাদের ধারণায় শহরাঞ্চলের দরিদ্ররা পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত। অথচ সরকারী হিসাবের চাইতে অনেক অধিক সংখ্যক নাগরিক যে এ সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন তা ক্রমশই স্পস্ট হচ্ছে।

জরুরী অবকাঠামো নির্মানে আঞ্চলিক পর্যায়ে ছোট আকারের প্রকল্প বা জাতীয় ভিত্তিক উদ্যোগে ক্রমবর্ধমান হারে বিনিয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। এক্ষেত্রে নাগরিক অংশগ্রহণ, সুশাসন ও সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নগর পানি সরাবরাহের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ দুর্বল ব্যাবস্থাপনা বা ছিদ্রসমূহের কারণে বিনষ্ট হয়। তাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর বেশী জোর দিতে হবে যাতে করে দক্ষতা বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নয়ণের পাশাপাশি উন্নততর বিল ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় কতৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়। অবশ্য পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং এর প্রয়োগ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিস্তৃত করাটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যার মাধ্যমে সব ধরণের পানি ব্যবহারকারি বিশেষত কৃষিক্ষেত্রকে
অর্ন্তভূক্ত করা যায়। উল্লেখ্য, সুপেয় পানির প্রায় তিনচতুর্থংশ কৃষিখাতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

শহর ও নগরসমূহ সবসময়ই সুবিধাদি প্রাপ্তির কেন্দ্রে থাকলেও যথাযথ বাসস্থান ও মৌলিক সেবাসমূহের অভাবে নগরের পরিবেশ জীবনের প্রতি সবচাইতে হুমকীর কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যসমূহ অনুসারে সরকারসমূহ ২০১৫ সাল নাগাদ বিশুদ্ধ পানি ও যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবজনিত অসুবিধা দূরীকরণ এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার উন্নয়ণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব বসতি দিবসে, আসুন আমরা সবাই বিশ্বের নগর অধিবাসীদের বিশুদ্ধ পানি ও যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে আমাদের কর্তব্য পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

** *** **